দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১৪

শিক্ষাঙ্গন

বরগুনা সরকারী কলেজের সমস্যা

বরগুনা জেলার একমাত্র সর্বোচ্চ সরকারী বিদ্যাপীঠ বরগুনা ডিগ্রী কলেজ। ১৯৬৯ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এ কলেজেরও অনেক সমস্যা ছিল। শত সমস্যার বোঝা নিয়ে ১৯৮০ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। এলাকাবাসীর ধারণা ছিল জাতীয়করণের পর ধীরে ধীরে হলেও কলেজের এ সমস্যাগুলো সমাধান হবে। কিন্তু ফল হয়েছে তার উল্টো। জাতীয়করণের পর কোন উন্নয়নের ছোঁয়া এ কলেজকে স্পর্শ করেনি। বরং বেসরকারী থাকাকালীন যা ছিল বর্তমানে তাও আর অবশিষ্ট নেই। বরগুনা সরকারী কলেজের বর্তমান সমস্যাগুলোর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল, শ্রেণীকক্ষ, খেলাধুলার সরঞ্জাম, লাইব্রেরী, শিক্ষকদের আবাসিক গৃহ, ছাত্র-ছাত্রীদের মিলনায়তন ও কেন্টিন সমস্যাই প্রধান।

বরগুনা কলেজ জাতীয়করণের পূর্বে প্রতি বিভাগে ৩/৪ জন করে শিক্ষক, ২ শতাধিক ছাত্রের জন্য আবাসযোগ্য ছাত্রাবাস, প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পর্যাপ্ত ক্লাশ রুম ছিলো।

কিন্তু জাতীয়করণের পর বিভিন্ন কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বেসরকারী থাকাকালীন দেশের বিভিন্ন এলাকার অনেক শিক্ষক এখানে কর্মরত ছিলেন। জাতীয়করণের পর অনেকেই সুবিধামত নিজ নিজ এলাকায় বদলী হয়ে গেছেন। কিন্তু নতুন করে কোন শিক্ষক এখানে আসেননি। ফলে বর্তমানে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৫৪ জন শিক্ষকের স্থলে মাত্র ২৭ জন শিক্ষক আছেন।

২ শতাধিক ছাত্রের জন্য আবাসযোগ্য ছাত্রাবাস দু'টি ঝড়ে বিধ্বস্ত হলে তা আর নির্মাণ করা হয়নি। ফলে দূরদূরান্তের ছাত্রদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নামে মাত্র ছাত্রীবাস থাকলেও তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নেই। খাট ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে ৫০ শয্যার ছাত্রীবাসে ১০ জন ছাত্রীও থাকতে পারছে না। প্রাচীর নির্মাণসহ ছাত্রীবাসটির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ হলে অনেক ছাত্রীই এখানে থাকতে পারতো।

চলতি শিক্ষা বর্ষে এ কলেজে বি,এস,সি কোর্স চালু করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে নেই শিক্ষক, বিজ্ঞানাগারে নেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। বিশেষ করে বি,এস,সি, পরীক্ষা কেন্দ্রটি বরগুনাতে না হওয়ায় তাদেরকে বরিশাল কিংবা পটুয়াখালী গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। তাই শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী সকলেরই দাবী বিজ্ঞান বিভাগের সার্বিক সমস্যার সমাধান করে বি,এস,সি পরীক্ষা কেন্দ্রটি বরগুনা কলেজে স্থাপন করা হোক।

বর্তমানে প্রায় দেড় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৬ কক্ষ বিশিষ্ট মাত্র ২টি টিনের ঘর। প্রতি ক্লাশে ২ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও ক্লাশরুমে সিটের সংখ্যা মাত্র একশ'। বাকী ছাত্র-ছাত্রীদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিক্ষকের বক্তব্য শুনতে হয়। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, প্লাটফর্ম, সিলিংসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে এ কলেজে শিক্ষার সঠিক পরিবেশ নেই বললেই চলে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নামে মাত্র মিলনায়তন থাকলেও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। নেই খেলাধুলার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম। পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভিসহ চিত্তবিনোদনের জন্য কোন ব্যবস্থা এ কলেজে কোন দিনই ছিল না। জাতীয়করণের পূর্বে প্রতি বছরই উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাঁক-জমক পরিবেশে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু সে ঐতিহ্য আজ বিলুপ্ত। খেলাধুলার কোন সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও আর্থিক সমস্যার সমাধান হলে ভবিষ্যতে এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অংগনে কৃতিত্ব বয়ে আনতে পারবে।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ কলেজে কোন কেন্টিন গড়ে উঠেনি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ৪টা পর্যন্ত প্রায় অভুক্ত অবস্থায় ক্লাশ করতে হয়।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকরাও সমস্যার সমান ভাগাভাগি করছেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজও এ কলেজে নিজস্ব কোন পাকাগৃহ নির্মাণ করা হয়নি। কলেজের সন্নিকটে বরগুনা সাইক্লোন সেন্টারের ছোট দ্বিতল দালানের মধ্যে বেড়া দিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলো রুম তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে অধ্যক্ষ রুম, অফিস রুম, শিক্ষক রুম, ছাত্রী মিলনায়তন এবং ৩টি ল্যাবরেটরী রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষকদের জন্য আলাদা কোন আবাসিক গৃহ না থাকায় বিচ্ছিন্নভাবে অতিকষ্টে তাদেরকে থাকতে হচ্ছে। কেউ ল্যাবরেটরী রুমে, কেউ ছাত্রীবাসের এক কর্ণারে, আবার কেউ বা শহরে ছোট-খাট বাসা ভাড়া করে অবস্থান করছেন। বেসরকারী থাকাকালীন শিক্ষকদের জন্য ২৫ শয্যাবিশিষ্ট ১টি টিনশেড ঘর ছিল। বর্তমানে তা ক্লাশ রুমের অভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ক্লাশ রুমের অভাব তো দূর হয়নি বরং শিক্ষকদের থাকার স্থানের অভাব বেড়েছে বেশী। সর্বোপরি বরগুনা কলেজের ন্যায়সংগত দাবী পূরণের লক্ষ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

—মোঃ মোশাররফ হোসেন